গীতা ও ব্রহ্মজ্ঞান

শ্রী সুদীপ

ভগবদ্গীতা, যা মহাভারতের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, কেবল একটি ধর্মগ্রন্থ নয়; এটি আত্ম-উপলব্ধি এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভের এক শাশ্বত পথনির্দেশিকা। কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে দিব্য জ্ঞান প্রদান করেছিলেন, তা শুধু যুদ্ধ-সংক্রান্ত দ্বিধা নিরসনের জন্য ছিল না, বরং তা ছিল মানব অস্তিত্বের গভীরতম প্রশ্নের উত্তর এবং পরম সত্য অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের মূলমন্ত্র।

- ব্রহ্মজ্ঞান কী?

ব্রহ্মজ্ঞান বলতে বোঝায় সেই পরম জ্ঞান, যা ব্যক্তিকে জাগতিক মায়া ও বন্ধন থেকে মুক্ত করে পরমাত্মা বা ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। এটি কোনো পুঁথিগত বিদ্যা নয়, বরং আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে অর্জিত এক গভীর অনুভূতি, যেখানে দ্রষ্টা, দৃশ্য এবং দর্শন একাকার হয়ে যায়। ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি উপলব্ধি করেন যে, তিনি দেহের ঊর্ধ্বে এক চিরন্তন আত্মা, যা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত ব্রহ্মেরই অংশ।
গীতায় ব্রহ্মজ্ঞানের পথ
গীতা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য মূলত তিনটি প্রধান পথের কথা বলে: কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ।

- [ ] *কর্মযোগ: নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে জ্ঞান*

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিষ্কাম কর্মের উপদেশ দিয়েছেন। এর অর্থ হলো, ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে নিজের কর্তব্য পালন করা। যখন ব্যক্তি ফলাফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম করে, তখন তার মন শুদ্ধ হয় এবং আত্মজ্ঞানের পথ সুগম হয়। এই নিষ্কাম কর্মই কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে চালিত করে। অর্জুন যখন যুদ্ধের ফল নিয়ে চিন্তিত ছিলেন, তখন কৃষ্ণ তাকে উপদেশ দেন যে যুদ্ধ করা তার ক্ষত্রিয় ধর্ম, এবং ফল ভগবানের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। এই নিষ্কাম কর্মই অহং নাশ করে এবং আত্মাকে পরমের দিকে ধাবিত করে।

- [ ] *জ্ঞানযোগ: বিচার ও উপলব্ধির মাধ্যমে জ্ঞান*

জ্ঞানযোগ হলো শাস্ত্রীয় জ্ঞান এবং আত্ম-অনুসন্ধানের মাধ্যমে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আত্মাকে অবিনশ্বর এবং দেহকে নশ্বর বলে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃত জ্ঞানীরা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ এবং প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ উপলব্ধি করেন। তাঁরা বোঝেন যে আত্মা জন্ম-মৃত্যুর ঊর্ধ্বে, এবং এটাই ব্রহ্মের সাথে আত্মার অভেদত্বের প্রাথমিক উপলব্ধি। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" অর্থাৎ অসতের কোন অস্তিত্ব নেই এবং সতের কোন বিনাশ নেই। এই উপলব্ধির মাধ্যমেই ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভব।

- [ ] *ভক্তিযোগ: পরম ভক্তির মাধ্যমে জ্ঞান*

গভীরতম প্রেম এবং ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়াকেই ভক্তিযোগ বলে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বারবার নিজেকে পরমেশ্বর রূপে প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন যে, যারা সম্পূর্ণ ভক্তি সহকারে তাঁর শরণাপন্ন হয়, তারা সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে তাঁকে লাভ করে। ভক্তিযোগের মাধ্যমে মন শুদ্ধ হয়, অহংকার নাশ হয় এবং ভক্ত ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেন। এই একাত্মতাই ব্রহ্মজ্ঞান। ভক্তির পরাকাষ্ঠায় ভক্ত এবং ভগবানের ভেদ লুপ্ত হয়ে যায়, যা ব্রহ্মজ্ঞানেরই চূড়ান্ত পর্যায়।

- গীতায় ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ

গীতায় ব্রহ্মজ্ঞানকে স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা, গুণাতীত অবস্থা এবং ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্তি হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে।
* স্থিতপ্রজ্ঞ: স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি হলেন তিনি, যিনি সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, মান-অপমান সবকিছুতে সমভাবাপন্ন। তার বুদ্ধি স্থির এবং তিনি আত্মতৃপ্ত। এই স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা ব্রহ্মজ্ঞানেরই লক্ষণ।
* গুণাতীত: যিনি সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই ত্রিগুণের ঊর্ধ্বে উঠে যান, তিনিই গুণাতীত। এই অবস্থায় ব্যক্তি জাগতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ আত্মস্বরূপে স্থিত হন, যা ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদ।
* ব্রহ্মনির্বাণ: এটি মোক্ষ বা মুক্তি। ব্রহ্মজ্ঞানের চূড়ান্ত ফল হলো ব্রহ্মনির্বাণ, যেখানে ব্যক্তি জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মে বিলীন হন।

- উপসংহার

ভগবদ্গীতা কেবল একটি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ নয়, এটি এক জীবন্ত দর্শন যা আজও মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে, অজ্ঞান থেকে ব্রহ্মজ্ঞানের পথে চালিত করে। এটি শেখায় যে, আমাদের প্রত্যেকের ভেতরেই সেই দিব্য শক্তি অর্থাৎ ব্রহ্ম বিদ্যমান, যা উপলব্ধি করার মাধ্যমেই আমরা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং পরম শান্তি লাভ করতে পারি। গীতার শাশ্বত বাণী যুগে যুগে মানবতাকে ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে ধাবিত করেছে এবং ভবিষ্যতেও তা করবে।